ঘড়ি রহস্য
গল্প ঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
চিত্রনাট্য ও ছবি ঃ জুরান নাথ
আ-আ-আ-
হুম! ওষুধ লিখে দিচ্ছি। ঠিক হয়ে যাবে।

আচ্ছা কর্নেলসায়েব, আপনি তো বিখ্যাত রহস্যভেদী। এ যাবৎ বিস্তর জটিল রহস্য ফাঁস করেছেন শুনেছি।
কিন্তু কখনও কি এমন কোনও কেস আপনার হাতে এসেছে, যার রহস্য আপনি ফাঁস করতে পারেননি?
প্রশ্নটা আপনাকেও করা যায়।
কেন? কেন?
ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম আছে। কিন্তু আপনি কি সব রোগীর সঠিক রোগ ধরতে পেরেছেন?
কোন ডাক্তারই এমন দাবি করতে পারেন না।
আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই।
(চলবে)

কিছু কিছু রহস্য ফাঁস করতে শেষাবধি আমিও ব্যর্থ হয়েছি।
আশ্চর্য!
অন্তত তেমন একটা কেসের কথা বলুন। আমার জানতে ইচ্ছে করছে খুব।
কখনও তো আপনাকে ব্যর্থ হতে দেখিনি! তেমন কোন কেসের কথা আপনি তো আমাকে বলেননি।
জয়ন্ত! তুমি সৈদাবাদ রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস হারানোর ঘটনা ভুলে যাচ্ছ!
কিন্তু নেকলেস হারানোটা যত রহস্যময় হোক, কে ওটা চুরি করেছে আপনি জানতে পেরেছিলেন। এখন চোর যদি নিপাত্তা হয়ে যায়, আপনার কি করার আছে।
একটু ডিটেলস বলুন কর্নেলসায়েব।

হ্যাঁ, আমার অনুমান জয়গোবিন্দ নামে একজন কর্মচারী নেকলেস চুরি করেছে। কিন্তু বৌভাতের পার্টি চলাকালীন এত লোকজন, চোখধাঁধানো আলোর মধ্যে কাজটা করল কি করে। নতুন বৌমাও জানতে পারেনি নেকলেস উধাও।
উঠি কর্নেলসায়েব। এতক্ষণ রোগীরা আমার মুন্ডুপাত করছে।
তারকবাবু ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়। কিন্তু মশা মারতে কামান দেগেছেন দেখছি। বোসো জয়ন্ত, আমি ওষুধগুলো আনার ব্যবস্থা করি।
দিন, আমি এনে দিচ্ছি।
ক্রি-ই-ই-ং

ওহ্!!
নমস্কার! কর্নেলসায়েবের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত।
দাদা বলে গেছেন, টাইম ইজ মানি। কাগজে আপনার কীর্তিকলাপ পড়েছি। ছবি দেখেছি। অনেক চেষ্টায় ঠিকানা জোগাড় করে
???
আপনার কাছে ছুটে এসেছি। দাদা বলে গেছেন টাইম ইজ মানি। কিন্তু -
আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বসুন। বলুন কী ব্যাপার।

সব কথা গুছিয়ে বলতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই যে বললাম, দাদা বলে গেছেন টাইম ইজ মানি! ইংরিজি প্রবাদ হলেও কথাটা সত্যি।
ভদ্রলোক পাগল নন তো!!
বারবার বলছেন টাইম ইজ মানি! অথচ নিজেই টাইম নষ্ট করছেন।
আমার কথা হচ্ছে কর্নেলসায়েবের সঙ্গে।
ঠিক, ঠিক।
তবে উনি একজন সাংবাদিক। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী। আর নিশ্চয় জানেন, রিপোর্টাররা সবকিছুতেই খবর খোঁজেন।
!!!
কি সৌভাগ্য! আপনি আমার এই খবরটা দয়া করে লিখুন। বজ্জাতদের মুখোশ খুলে দিন। হ্যাঁ, এবার খবরটা সংক্ষেপে বলি। কারণ,—
টাইম ইজ মানি। আগে আমার নাম-ঠিকানা বলি। আমার নাম প্রাণনাথ রায়।

....সাতাশ বাই তিন, নকুড় মিস্ত্রি লেনে একটা মেসবাড়িতে থাকি। চাকরি করি মতিলাল ট্রেডিং কোম্পানিতে। তো কিছুদিন থেকে একটা ভূতুড়ে ঘটনা লক্ষ করছি। ধরুন, টেবিলে একটা পাঁজি রেখে বেরিয়েছিলাম, বাসায় ফিরে দেখি সেটা আর সেখানে নেই ...
আরে! পাঁজিটা তো এখানেই রেখেছিলাম! গেল কোথায়!
এই তো! এটা এখানে এল কি করে!
আবার....
পরিষ্কার মনে আছে ছড়িটা আমি ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম!
এইরকম অসংখ্য ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে।
আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

চোর ঢুকলে তো সে কিছু চুরি করত। কিন্তু কিছুই চুরি যায়নি।
আচ্ছা!
আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ বজ্জাতি করে আমাকে তাড়াতে চাইছে। কিন্তু গতকাল রাত্রে হঠাৎ একটি শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি—
???
কাঠের আলমারিটা নড়ছিল। সদ্য থেমে গেল। আতঙ্কে সারা-রাত্রি আর ঘুম হয়নি।
!!!
ঘর-র-র
আপনার ঘরে কোনও দামি জিনিস আছে?
নাহ। যৎসামান্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখি। আর এই রিস্টওয়াচটা যদি দামি বলেন, এটা সারাক্ষণ আমার হাতে বাঁধা থাকে। এটা চুরি হয়নি।
আপনার দাদার নাম কী?
আমার দাদার নাম ছিল হরনাথ রায়।
তিনি বেঁচে নেই?

আজ্ঞে না। এখন আমি মেসবাড়ির যে ঘরে থাকি, দাদা সেখানেই থাকতেন। ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বহু বছর দাদার সাথে যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম—
হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাদা হাসপাতালে আছেন। ছুটে এলাম কলকাতায়।
তারপর?
হাসপাতালে দাদা তখন মরণাপন্ন। আমাকে চিনতে পেরে শুধু বললেন—
দাদা!
পানু! টাইম ইজ্‌...... মানি। কথাটা....... মনে রাখিস।
ব্যাস! ওই শেষ কথা।
কথাটা একটা ইংরেজি প্রবচন। যাই হোক, তারপর?
তারপর বদলি নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। দাদার সঙ্গে মেস ম্যানেজার প্রভাতবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। তাই দাদার ঘরটা আমায় একই ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন।
ওই ঘরে তো আপনার দাদার জিনিসপত্র ছিল?

ছিল। একটা তক্তাপোশ, বিছানাপত্তর, চেয়ার, টেবিল, একটা সুটকেস, একটা ছোট্ট কাঠের আলমারি—এইসব।
আর কিছু?
আর তেমন কিছু— হ্যাঁ! একটা প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘড়ি। ঘড়িটা অচল।
দাদা কেন ওটা কিনেছিলেন, কেনই বা আর সারাননি, কে জানে! আমি ওটা বেচেই দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দাদার স্মৃতি।
হ্যাঁ। টাইম ইজ মানি।
?!

কথাটা দাদা আমায় বলেছিলেন। সেই থেকে কেন কে জানে কথাটা আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।
আমাকেও। আচ্ছা-
আপনার ঘরের ভূতুড়ে ঘটনার কথা কি ম্যানেজার প্রভাতবাবু কিংবা অন্য কাউকে বলেছেন?
হ্যাঁ, প্রভাতবাবুকে বলেছিলাম।
উনি কী বলেছিলেন?
উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, আপনার দাদাও ঠিক একই কথা বলতেন।
ওই মেসবাড়িতে যাওয়ার পরদিন, মেসের একজন বোর্ডার ননীবাবু আমাকে বলেছিলেন ওই ঘরে নাকি ভূত আছে। বহুবছর আগে কে নাকি আত্মহত্যা করেছিল।

ঠিক আছে। টাইম ইজ মানি।
আমরা আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনার বাসায় যাব। তবে আপনি কথাটা গোপন রাখবেন।
এক্কেবারে গোপন থাকবে।
আমরা আপনার কোম্পানির অফিসার হিসেবে যাব।
আচ্ছা। নমস্কার।
কী বুঝলে জয়ন্ত?
ম্যানেজার ওঁকে তাড়াতে চাইছেন। কারণ নতুন বোর্ডার ঢোকাতে পারলে বেশি ভাড়া এবং সেলামিও পাবেন।
তাড়াতে চাইলে হরনাথবাবুর মৃত্যুর পর ওঁকে একই ভাড়ায় থাকতে দিলেন কেন?

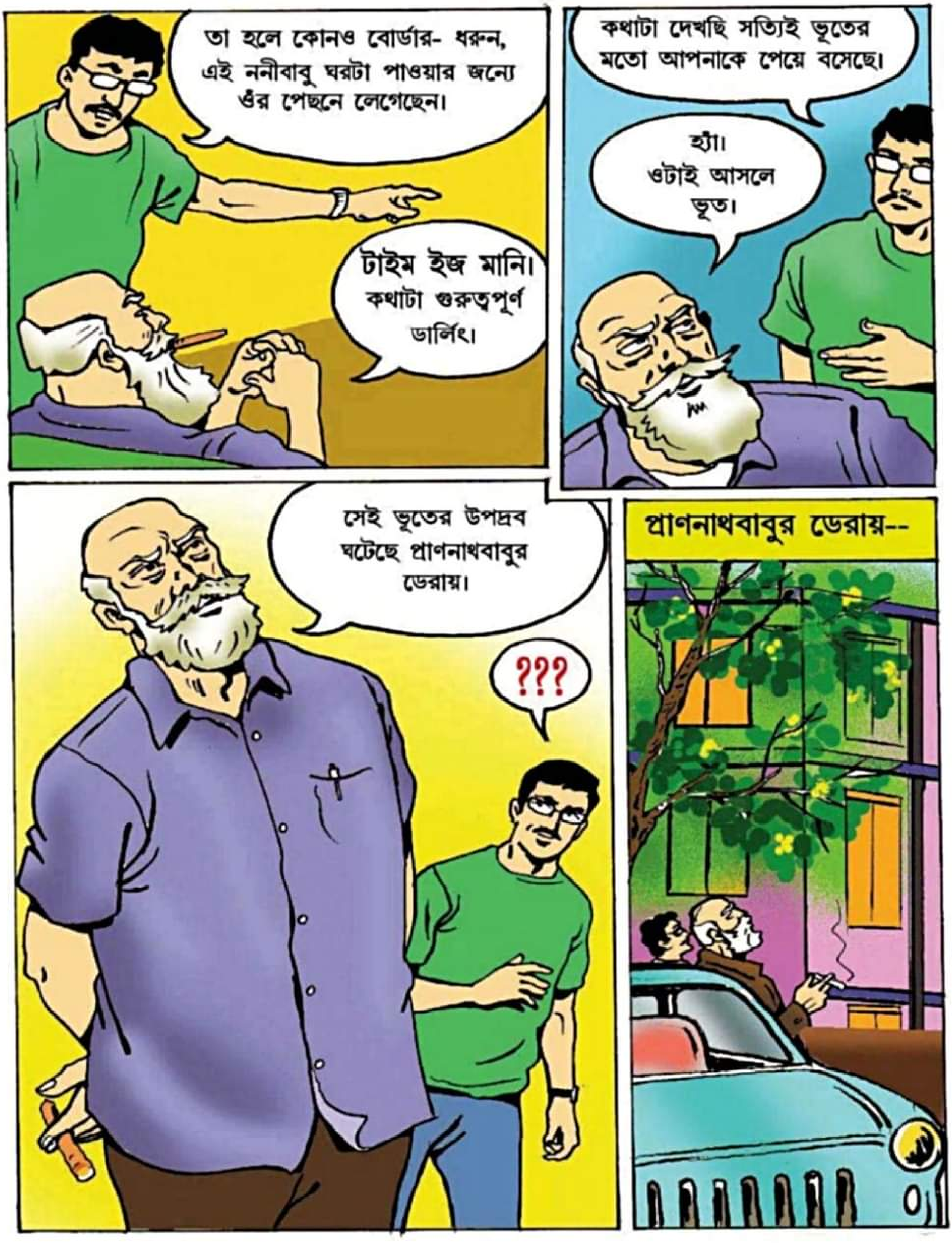
তা হলে কোনও বোর্ডার- ধরুন, এই ননীবাবু ঘরটা পাওয়ার জন্যে ওঁর পেছনে লেগেছেন।
টাইম ইজ মানি। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ডার্লিং।
কথাটা দেখছি সত্যিই ভূতের মতো আপনাকে পেয়ে বসেছে।
হ্যাঁ। ওটাই আসলে ভূত।
সেই ভূতের উপদ্রব ঘটেছে প্রাণনাথবাবুর ডেরায়।
???
প্রাণনাথবাবুর ডেরায়--

!!!
ইয়ে, প্রভাতবাবু। এঁরা হচ্ছেন আমার কোম্পানির অফিসার। একটা ইমপর্ট্যান্ট কাজে এসেছেন।
নমস্কার। নমস্কার।
নমস্কার।
এই যে। এদিকে।
2
!!
আপনারা বসুন। আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা-

টাইম ইজ মানি!
!!
হুম!
একেই বলে বারোটা বেজে যাওয়া।
SURAN-18

??
ডায়ালে কিছু কথা লেখা ছিল। ঘষে ফেলা হয়েছে। তবে ঘড়িটা বিলিতি এবং খুব দামি।
আমার ধারনা, হরনাথ কিংবা তাঁর পূর্বপুরুষকে এই ঘড়ি কেউ হয়তো উপহার দিয়েছিল।

সত্যিই এটা নাড়ানো হয়েছে। ডান দিকের দুটো পায়া ইঞ্চিটাক সরে এসেছে।
তাই তো!
এই যে-
আগে চা খেয়ে নিন আপনারা। তারপর সব দেখাচ্ছি।
আপনি এই আলমারিটা খুলুন দেখি।

হুম। আপনার দাদার সেই সুটকেসটা একবার দেখতে চাই।
এক্ষুনি দেখাচ্ছি।

আপনার দাদা তো দেখছি শেয়ার মার্কেট ব্রোকার ছিলেন!
আমি কিন্তু দাদার কোন কাগজপত্র এখনও খুঁটিয়ে দেখিনি।

আপনি ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে একবার ডাকুন তো। ওঁর সাথে দু-একটা কথা বলতে চাই।
যা বলছি করুন।
ওঁকে ডাকা কি ঠিক হবে? মানে-
??
আরে!

প্রভাতবাবু দরজার পাশেই আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেখছি!
আসুন প্রভাতবাবু, আপনার সাথে কিছু কথা আছে।
আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা লালবাজার থেকে এসেছেন।
তবে স্যার, বড্ড দেরি করে এসেছেন। মরার আগে হরনাথ সব চোরাই জিনিস হাফিজ করে গেছে। আর কিচ্ছু পাবেন না।
চোরাই জিনিস। তার মানে?
??
মানে আপনারা ভালই জানেন। তবে আমি স্যার ওসব সাতে-পাঁচে ছিলাম না। হরনাথ আমাকে বলত বটে, ‘খদ্দের দেখে দাও। সিকিভাগ তোমার।’

কিন্তু জিনিসটা কী?
খুলে কিছু বলেনি হরনাথ। কাজেই জিনিসটা কী আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, ও জিনিসের দাম ছিল বড্ড বেশি।
!!
হরনাথ আভাস দিয়েছিল লাখের ওপরে দাম। আমার মালিক, যার এই মেসবাড়ি, তিনি কোটিপতি লোক। হরনাথ গোপনে তাঁর কাছেও গিয়েছিল।
আচ্ছা!
কিন্তু তিনিও কিনতে সাহস পাননি। আমাকে বলেছিলেন লোকটাকে তাড়াও। কিন্তু তাড়াব কী করে? পাড়ার সব গুণ্ডা বদমাশ ছিল ওর হাতে।
এসব কী বলছ প্রভাতদা! আমার দাদা-
খাল কেটে কুমির এনেছ। এখন তুমিই ঠেলা সামলাও পানু। আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না।
!!
?!!
যত্তোসব!

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! আমার দাদা বাউন্ডুলে ছন্নছাড়া ছিলেন ঠিকই-
কিন্তু দাদাকে চোর অপবাদ দিয়েছে কেউ, সে কথা কস্মিনকালে কানে আসেনি।
আর দামি চোরাই জিনিস যদি ওঁর কাছে থাকবে, আমি তার খোঁজ পাব না? যদি বেচে দিয়েও থাকেন, তবে সেই টাকাই বা গেল কোথায়?

হুম!
??
এবার মনে হচ্ছে, আপনার ঘরে কেউ আপনার দাদার চোরাই জিনিস বা তা বিক্রি করা টাকা খুঁজতেই ঢোকে।
অনেকবার বলেছি তেমন কিচ্ছু এ ঘরে নেই!
আপনার দাদা বলেছিলেন টাইম ইজ মানি। তাই না?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
টাইমের সঙ্গে ঘড়ির একটা সম্পর্ক আছে। আপনি ঘড়িটা সারাতে দিচ্ছেন না কেন?
সারাতে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা পাব কোথায়?

আমি নিজের খরচে সারিয়ে দেব। আমার ধারণা, ঘড়িটা চালু হলে আপনার ঘরে আর ভূতের উপদ্রব হবে না। এই অচল ঘড়িটাই আপনার ঘরে চোর ডেকে আনছে।
!!!
আপনি দিনসাতেক পরে-
আমার কাছ থেকে এটা ফেরত নিয়ে আসবেন। কোনও বড় কোম্পানিতে এটা সারাতে দেব।
!!

কর্নেলের আস্তানায় ফিরে-
সব ছেড়ে এখন এই ঘড়ি নিয়ে পড়লেন কেন?
হাঃ হাঃ কারণ টাইম ইজ মানি।
কর্নেল! আমার ভয় হচ্ছে এই অচল ঘড়ি আপনার মগজও অচল করে দিয়েছে।
এবার স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রেজেন্টেড টু মিঃ জয়গোবিন্দ রায় ফর হিজ সিনসিয়ার সার্ভিস অ্যান্ড-
অনেস্টি, অন দা অকেশন অফ কুমারবাহাদুর প্রমথনারায়ণ চৌধুরিস সেভেন্টি ফার্স্ট বার্থ অ্যানিভার্সারি.....
মানে!

এটা তো তা হলে সৈদাবাদ রাজবাড়ির উপহার। এই উপহার হরনাথের হাতে এল কী করে?
ডার্লিং! হরনাথই হচ্ছে জয়গোবিন্দ।
ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! মৃত্যুর সময় হরনাথ বলেছিল, পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস। পানুবাবু সূত্রটা বুঝতে পারেননি। নেকলেস চুরি যায় রাত সাড়ে বারোটায়। এই ঘড়ির কাঁটা তাই সাড়ে বারোটায় রেখেছিল হরনাথ। আর নেকলেসটা লুকিয়ে রেখেছিল এই ঘড়ির ডায়ালের ভিতরে। এই যে। কী বুঝলে ডার্লিং?
ওয়াও!
হরনাথের সুটকেসের ভেতর কয়েকটা পুরনো নেমকার্ড খুঁজে পেয়েছি। এই দেখ। হরনাথ নাম ভাঁড়িয়ে রাজবাড়িতে কেয়ারটেকারের চাকরি জুটিয়েছিল।
বুঝেছি। কিন্তু নেকলেসটা গেল কোথায়?
টাইম ইজ মানি! কীভাবে হরনাথ সেদিন নেকলেসটা চুরি করেছিল এখন বুঝতে পারছি। নেকলেসের ক্লিপ ঠিক নেই। সহজেই খোলা যায়, কিংবা নিজে থেকেও খুলে পড়তে পারে। বিয়ের পার্টিতে নতুন বউমা নিশ্চয় ঘুমে ঢুলছিলেন। সেই সময় নেকলেস খসে পড়ে থাকবে। কেয়ারটেকার হরনাথ সেই সুযোগটা ছাড়েনি। ক্লিয়ার?
অল ক্লিয়ার। টাইম ইজ মানি, এটাও ক্লিয়ার।
শেষ